রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, অক্টোবর ২৩, ২০১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ অক্টোবর ২০১২ ইং।

নং ১১ (আঃম)(লেঃস)(মুঃপ্রঃ)-আইন-অনুবাদ-২০১২—সরকারি কার্যবিধিমালা, ১৯৯৬ এর প্রথম তফসিল (বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিভাগের মধ্যে কার্যবন্টন) এর আইটেম ৩০ এর ক্রমিক ৭ ও ১০ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিগত ৩-৭-২০০০ ইং তারিখের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ২২ নং আইন) এর বাংলা অনুবাদ সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করিল।

মোঃ দেলোয়ার হোসেন
সহকারী সচিব (চঃদাঃ)।

মূল্য ঃ টাকা ১২.০০

[ইংরেজীতে প্রণীত এবং জানুয়ারী, ২০০৭ পর্যন্ত সংশোধিত আইনের অনূদিত বাংলা পাঠ]

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩

১৯৭৩ সনের ২২ নং আইন

(২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩)

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠাকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু বাংলাদেশে মৎস্য শিল্পের উন্নয়ন এবং তৎসংশ্লিষ্ট অন্যান্য আনুষঙ্গিক বা সহায়ক বিষয় সম্পাদনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করা সমীচীন;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনামা, ব্যাপ্তি এবং প্রবর্তন।**—(১) এই আইন বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন আইন, ১৯৭৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা সমগ্র বাংলাদেশে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং ২৮ আগস্ট, ১৯৭৩ তারিখে বলবৎ হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে,—

(ক) "বোর্ড" অর্থ কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড;

(খ) "কর্পোরেশন" অর্থ ধারা ৩ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন;

(গ) "চেয়ারম্যান" অর্থ বোর্ডের চেয়ারম্যান;

(ঘ) "মৎস্য" অর্থ লবণাক্ত বা স্বাদু পানির যে কোন প্রজাতির মাছ অথবা জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী যেমন, তিমি, সিল, শুশুক, ডলফিন, কচ্ছপ, খোলসি মাছ (Shellfish), ঝিনুক, কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী (crustaceans),ব্যাঙ, শামুক এবং উক্তরূপ প্রাণী ও উদ্ভিদের পোনা ও ডিম;

(ঙ) "মৎস্য শিকারের নৌকা" অর্থ সাময়িক সময়ের জন্য মৎস্য শিকার কার্যে নিয়োজিত যে কোন আকৃতির বা যে কোন উপায়ে চালিত জলযান;

(চ) "মৎস্য শিল্প" অর্থ মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, বিতরণ ও বাজারজাতকরণ, এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ, উৎপাদন এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিক্রয়; মৎস্য শিকারের যান নির্মাণ, মৎস্য-জাল এবং মৎস্য-জাল ও গিয়ার তৈরীর কারখানা এবং হিমাগার ইউনিট, মৎস্য বাজার, মৎস্য বন্দর ও মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা, এবং এতৎসংশ্লিষ্ট প্রাসঙ্গিক বা সহায়ক যে কোন বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ছ) "নির্ধারিত" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত।

৩। **কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে একটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কর্পোরেশন একটি বিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে এবং ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতাসহ একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং, এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার, এবং হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে এবং ইহা উক্ত নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৪। **প্রধান কার্যালয়, ইত্যাদি**।—(১) কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় হইবে।

(২) কর্পোরেশন, বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ স্থানে, ইহার একাধিক কার্যালয়, শাখা বা এজেন্সি স্থাপন করিতে পারিবে।

৫। **মূলধন**।—(১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন হইবে এক কোটি টাকা যাহা সরকার সময়ে সময়ে যেরূপ নির্ধারিত করিতে পারে সেইরূপ পদ্ধতি ও ফরমে সরকার কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

(২) সরকার সময়ে সময়ে উক্ত অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্পোরেশন ইহার সকল, বা যে কোন কার্য পরিচালনার জন্য ঋণ বা অনুদান হিসাবে, বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত পদ্ধতিতে, পৃথক মূলধন গঠন করিতে পারিবে।

৬। **কর্পোরেশনের কার্যাবলী**।—(১) বাংলাদেশে মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশন যেরূপ প্রয়োজন মনে করিবে সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

(২) বিশেষতঃ এবং পূর্বোক্ত বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশনের নিম্নরূপ ক্ষমতা থাকিবে, যথাঃ—

(ক) মৎস্য ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;

(খ) মৎস্য শিল্প স্থাপন;

(গ) মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;

(ঘ) মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহন এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;

(ঙ) মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;

(চ) মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;

(ছ) মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;

(জ) মৎস্য সম্পদের জরিপ ও অনুন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঝ) মৎস্য শিকার প্রক্রিয়াকরণ, পরিবহন , সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং

(ট) উপরি-উল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

(৩) কর্পোরেশন এই ধারায় সুনির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত সকল বা যে কোন কার্য বাস্তবায়ন করিবার উদ্দেশ্যে এক বা ততোধিক পরিকল্প প্রণয়ন করিতে পারিবে।

[১][৭] **ব্যবস্থাপনা**।—(১) কর্পোরেশনের সাধারণ পরিচালনা এবং প্রশাসন ও উহার কার্যাবলী বোর্ডের উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং কর্পোরেশন যে সকল বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ ও যে সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে, বোর্ডও সেই সকল বিষয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ ও সেই সকল কার্য সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) বোর্ড, উহার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কার্য করিবে এবং সরকারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণাধীন হইবে এবং সময় সময় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ এবং বিশেষ নির্দেশনা দ্বারাও পরিচালিত হইবে।]

৮। **পরিচালনা বোর্ড**।—(১) সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত অনধিক পাঁচজন পরিচালকের সমন্বয়ে বোর্ড গঠিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগকৃত পরিচালকগণের মধ্যে অন্যূন দুইজন সার্বক্ষণিক পরিচালক হইবেন।

(৩) একজন পরিচালক—

(ক) সরকারের সন্তুষ্টিক্রমে পদে বহাল থাকিবেন কিন্তু এই মেয়াদ ৫ (পাঁচ) বৎসরের অধিক হইবে না এবং সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত মেয়াদ বা মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগযোগ্য হইবেন;

(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ করিবেন; এবং

(গ) এই আইন দ্বারা অর্পিত বা নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) পরিচালকের পদের সাময়িক শূন্যতা অন্য একজন পরিচালক দ্বারা পূরণ করা হইবে যিনি উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলী সাপেক্ষে, তাহার পূর্বসুরির অবশিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৫) পরিচালক হিসাবে নিয়োগকৃত প্রত্যেক ব্যক্তি কর্পোরেশনের সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে এইরূপ ফার্ম, কোম্পানী বা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচালকের পদ বা স্বার্থ ত্যাগ করিবেন।

৯। **চেয়ারম্যান নিয়োগ**।—সরকার সার্বক্ষণিক পরিচালকগণের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ করিবে যিনি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হইবেন।

১০। **চেয়ারম্যান এবং পরিচালকের দায়িত্ব**।—(১) চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য পরিচালক নির্ধারিত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন এবং দায়িত্ব পালন করিবেন।

(২) প্রত্যেক পরিচালক স্বীয় দায়িত্ব পালনকালে, নিজস্ব অন্যায় কার্য বা ত্রুটি ব্যতিরেকে, তৎকর্তৃক সংঘটিত সকল ক্ষতি ও ব্যয়ের জন্য কর্পোরেশন কর্তৃক ক্ষতিপূরণ পাইবেন।

১ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৭৪নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত।

১১। **পরিচালকগণের অযোগ্যতা**।—কোন ব্যক্তি পরিচালক হইতে পারিবেন না বা পরিচালক হিসাবে বহাল থাকিবেন না, যদি তিনি—

(ক) কোন সময় নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধে দণ্ডিত হন বা হইয়া থাকেন;

(খ) কোন সময় দেউলিয়া হিসাবে ঘোষিত হন বা হইয়া থাকেন;

(গ) উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ প্রতিপন্ন হন;

(ঘ) আপাততঃ বলবৎ কোন আইন দ্বারা বা আইনের অধীন কোন সরকারি পদে নিয়োগের অযোগ্য হন;

(ঙ) সরকারের অনুমোদন ব্যতীত চেয়ারম্যান স্বয়ং অথবা চেয়ারম্যানের অনুমোদন ব্যতিরেকে পরিচালক একাদিক্রমে বোর্ডের তিনটি সভায় অনুপস্থিত থাকেন; অথবা

(চ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন।

১২। **বোর্ডের সভা**।—(১) নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক তিন মাসে কমপক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হইতে হইবে ঃ

আরও শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান উপযুক্ত মনে করিলে, অথবা সরকার কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে সভা আহ্বানের নির্দেশ প্রদান করিলে, যে কোন সময়ে অন্যভাবেও সভা আহবান করিতে পারিবেন।

(২) চেয়ারম্যানসহ কমপক্ষে তিন জন সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম গঠিত হইবে।

(৩) যদি কোন কারণে, চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে তৎকর্তৃক লিখিতভাবে কর্তৃত্বপ্রাপ্ত পরিচালক বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, এবং এইরূপ কর্তৃত্ব প্রদান করা না হইলে, উপস্থিত পরিচালকগণ কর্তৃক মনোনীত কোন পরিচালক সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) বোর্ডের সভায় চেয়ারম্যানসহ প্রত্যেক পরিচালকের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, কিন্তু ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যানের একটি দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে।

(৫) কোন বিষয়ের সহিত কোন পরিচালকের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট থাকিলে তিনি কোন ভোট প্রদান করিবেন না।

(৬) বোর্ডের সভার কার্যবিবরণী সভা অনুষ্ঠিত হইবার পনের দিনের মধ্যে সরকারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে [১][***]।

১৩। **শূন্যতা, ইত্যাদি বোর্ডের কার্য এবং কার্যধারা অবৈধ করিবে না**।—কেবল কোন পদের শূন্যতা, বা বোর্ড গঠনের ত্রুটি, বা পরিচালক নিয়োগে ত্রুটি থাকিবার কারণে, বোর্ডের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ হইবে না।

১৪। **কর্মকর্তা, কর্মচারী, পরামর্শক এবং কমিটি নিয়োগ**।—(১) কর্পোরেশন, সময় সময়, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সাধারণ অথবা বিশেষ আদেশ সাপেক্ষে, উহার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা, উপদেষ্টা, পরামর্শক এবং অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

১ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৭৪নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত।

(২) বোর্ড উপযুক্ত মনে করিলে কর্পোরেশনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনে সহায়তার জন্য এক বা একাধিক কমিটি নিয়োগ করিতে পারিবে।

১৫। **সরকারি কর্মচারী, ইত্যাদি**।—এই আইনের কোন বিধান, বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধান অনুসারে, কর্পোরেশনের পরিচালক, কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এবং কর্মচারীগণ দায়িত্ব পালনকালে বা দায়িত্বে নিয়োজিত থাকাকালীন দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২১-এ সংজ্ঞায়িত অর্থে সরকারি কর্মচারী বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৬। **ক্ষমতা অর্পণ**।—(১) বোর্ড এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন চেয়ারম্যান বা কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে উহার যে কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবে।

(২) এই আইন বা তদ্‌ধীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন, চেয়ারম্যান একইভাবে, তাহার কোন ক্ষমতা যে কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন; কিন্তু উপ-ধারা (১) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক অর্পিত কোন ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন না।

১৭। **ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা**।—কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, দেশীয় বা বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

১৮। **হিসাব খোলা**।—কর্পোরেশন, বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুসারে, যে কোন ব্যাংক বা একাধিক ব্যাংকে হিসাব খুলিতে পারিবে।

১৯। **তহবিল বিনিয়োগ**।—কর্পোরেশন, সরকার কর্তৃক অনুমোদিত নিরাপত্তা জামানতে (securities) ইহার তহবিল বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

২০। **মুনাফা**।—কু-ঋণ এবং সন্দেহপূর্ণ ঋণ, সম্পদের অবচয়, এবং অন্য যে কোন নির্ধারিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পর, কর্পোরেশন ইহার বাৎসরিক নীট মুনাফা হইতে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিতে পারিবে এবং অতঃপর অবশিষ্ট উদ্বৃত্ত থাকিলে উহা সরকারকে প্রদান করিবে।

২১। **বার্ষিক বাজেট বিবরণী**।—কর্পোরেশন প্রত্যেক অর্থ বৎসর সরকার কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে, নির্ধারিত ফরমে বার্ষিক বাজেট বিবরণী নামে প্রত্যেক অর্থ বৎসরের প্রাক্কলিত আয় ও ব্যয়ের হিসাব সম্বলিত বাজেট সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইতে পারে উহার উল্লেখ থাকিবে।

২২। **হিসাব ও নিরীক্ষা**।—(১) কর্পোরেশন যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং, সরকার কর্তৃক জারিকৃত সাধারণ নির্দেশনা, এবং নির্ধারিত ফরম অনুসারে, লাভ-ক্ষতির হিসাব এবং উদ্বৃত্তপত্রসহ বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশ চার্টার্ড একাউনটেন্টস অর্ডার, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের পি.ও. নং ২) এর অর্থে সরকার কর্তৃক নিয়োজিত অন্যূন দুই জন নিরীক্ষক দ্বারা কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষিত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত প্রত্যেক নিরীক্ষককে কর্পোরেশনের বার্ষিক উদ্বৃত্তপত্র এবং অন্যান্য হিসাবের অনুলিপি প্রদান করিতে হইবে এবং তিনি উহার সহিত সংশ্লিষ্ট হিসাব বহি এবং রশিদ পরীক্ষা করিবেন এবং কর্পোরেশন কর্তৃক সংরক্ষিত সকল বহির তালিকা তাহাকে সরবরাহ করিতে হইবে, এবং তিনি যে কোন যুক্তিসঙ্গত সময়ে কর্পোরেশনের বহি, হিসাব ও অন্যান্য দলিল দেখিতে পারিবেন এবং তিনি কর্পোরেশনের কোন পরিচালক বা কর্মকর্তাকে অনুরূপ হিসাব সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) নিরীক্ষকগণ বার্ষিক উদ্বৃত্তপত্র এবং হিসাবাদির উপর সরকারের নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন এবং উক্ত প্রতিবেদনে তাহাদের মতানুসারে উদ্বৃত্তপত্রে সকল প্রয়োজনীয় বিবরণ অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে কি না এবং সঠিক তথ্যের উপস্থাপন এবং কর্পোরেশনের কার্যাবলীর সঠিক এবং নির্ভুল চিত্র এবং বোর্ডের নিকট হইতে তাহারা কোন ব্যাখ্যা বা তথ্য চাহিলে কর্পোরেশন কর্তৃক সরবরাহকৃত হইয়াছে কি না এবং উহা সন্তোষজনক কি না তৎবিষয়ে উল্লেখ করিবেন।

(৫) সরকার, যে কোন সময়, উহার এবং কর্পোরেশনের পাওনাদারগণের স্বার্থ রক্ষার্থে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ পর্যাপ্ত কি না তৎসম্পর্কে বা কর্পোরেশনের নিরীক্ষা কার্যক্রমে নিরীক্ষা পদ্ধতির যথার্থতা সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রদানের উদ্দেশ্যে নিরীক্ষকগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে, এবং সরকারের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজন মনে করিলে, যে কোন সময়, নিরীক্ষা পরিধি সম্প্রসারণ এবং বৃদ্ধি করিতে, বা নিরীক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি গ্রহণে, বা নিরীক্ষক কর্তৃক যে কোন বিষয় পরীক্ষা করিতে, বা যে কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

২৩। **প্রতিবেদন এবং রিটার্ণ।**—(১) কর্পোরেশন, সময়ে সময়ে, সরকার কর্তৃক তলবকৃত রিটার্ণ, প্রতিবেদন এবং বিবরণী সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) কর্পোরেশন, প্রত্যেক অর্থ বৎসর শেষে, যথাশীঘ্র সম্ভব, উক্ত বৎসরের কর্পোরেশনের কার্যাবলীর প্রতিবেদন এবং পরবর্তী অর্থ বৎসরের জন্য উহার প্রস্তাবসহ ধারা ২২ এর অধীন নিরীক্ষক কর্তৃক নিরীক্ষিত বার্ষিক প্রতিবেদন সরকারের নিকট দাখিল করিবে।

(৩) সরকার, উপ-ধারা (২) এর অধীন নিরীক্ষিত হিসাব এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুলিপি প্রাপ্তির পর উহা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করিবে এবং জাতীয় সংসদে উত্থাপন করিবে।

২৪। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) বিশেষভাবে এবং পূর্বোক্ত ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া, এই বিধিমালায় নিম্নবর্ণিত বিষয়ের উল্লেখ থাকিবে, যথা :—

(ক) কর্পোরেশনের কার্যাবলী সরকার কর্তৃক ধারাবাহিক মূল্যায়ন;

(খ) প্রশাসন এবং উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয়ে কর্পোরেশন এবং অন্যান্য সংস্থা এবং অনুমোদিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সহিত সমন্বয় সাধন;

(গ) পরিচালকগণের ক্ষমতা;

(ঘ) কর্পোরেশনের পদ সৃষ্টির ক্ষমতা; এবং

(ঙ) এই আইনের বিধানাবলী দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

২৫। **প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা।**—কর্পোরেশন, সরকার পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে যে সকল বিষয়ে বিধান করা প্রয়োজনীয় ও সমীচীন সেই সকল বিষয়ে এই আইন বা বিধির সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৬। **কর্পোরেশনের বিলুপ্তি।**—(১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত তারিখ হইতে কর্পোরেশন বিলুপ্ত হইবে মর্মে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং উক্ত তারিখ হইতে কর্পোরেশন বিলুপ্ত হইবে।

(২) উক্ত তারিখে এবং তারিখ হইতে,—

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক উহার অথবা এই আইনে উল্লিখিত কোন উদ্দেশ্যে অর্জিত সকল পরিসম্পদ, এবং সকল দায় ও বাধ্যবাধকতা সরকারে নিকট হস্তান্তরিত হইবে; এবং

(খ) চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের পদ বিলুপ্ত হইবে।

২৭। **রহিতকরণ এবং হেফাজত।**—(১) মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের ই. পি. ৪নং অধ্যাদেশ) এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ১৭নং অধ্যাদেশ) এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের ৪নং অধ্যাদেশ) রহিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে,—

(ক) এই আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত অধ্যাদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের পরিচালনা বোর্ড, অতঃপর মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নামে অভিহিত, অনুরূপ রহিতকরণের অব্যবহিত পূর্বে যেইরূপ দায়িত্ব পালন করিতেছিল উহা বোর্ড কর্তৃক ধারা ৮ এর অধীন নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করিবে এবং উক্ত ধারার অধীন নিয়োগকৃত বোর্ড বলিয়া গণ্য হইবে;

(খ) মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল পরিসম্পদ, অধিকার, ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব, এবং সুযোগ-সুবিধা, এবং সকল স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ এবং ব্যাংক-স্থিতি, তহবিল এবং উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত এবং প্রাপ্ত সকল স্বার্থ এবং অধিকার কর্পোরেশনের নিকট স্থানান্তরিত এবং ন্যস্ত হইবে;

(গ) মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের যে কোন প্রকারের বাধ্যবাধকতা ও দায়-দায়িত্ব যাহা এইরূপ রহিতকরণের পূর্বে বিদ্যমান ছিল, সরকার ভিন্নরূপ নির্দেশ প্রদান না করিলে, উহা কর্পোরেশনের বাধ্যবাধকতা ও দায়-দায়িত্ব হইবে;

(ঘ) মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের কর্মে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এবং অন্যান্য কর্মচারী কর্পোরেশনের কর্মকর্তা, উপদেষ্টা এবং কর্মচারী হিসাবে গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ রহিত হইবার অব্যবহিত পূর্বে তাহাদের প্রতি চাকুরীর যে সকল শর্তাবলী প্রযোজ্য ছিল, সেই একই শর্তে কর্পোরেশনের অধীন চাকুরীতে থাকিবেন এবং কর্পোরেশন কর্তৃক যথাযথভাবে উক্ত পারিশ্রমিক এবং শর্তাবলী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত উক্ত চাকুরীতে বহাল থাকিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার প্রয়োজন মনে করিলে, উক্ত পারিশ্রমিক এবং শর্তাবলী পরিবর্তন করিতে পারিবে;

(ঙ) রহিত হইবার পূর্বে, মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল মামলা এবং অন্যান্য আইনগত কার্যধারা, কর্পোরেশন কর্তৃক বা উহার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা বা আইনগত কার্যধারা বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন অধ্যাদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের ১৭নং অধ্যাদেশ) রহিতকরণ সত্ত্বেও রহিতকৃত অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত আদেশ, জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বা প্রদত্ত নির্দেশনাসহ কৃত কোন কার্য বা গৃহীত কোন ব্যবস্থা এই আইনের বিধানাবলীর অধীন কৃত, গৃহীত, প্রণীত, জারিকৃত বা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

মোঃ আব্দুল বারিক (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
আবদুর রশিদ (উপ-সচিব), উপ-পরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। web site: www.bgpress.gov.bd